বিবেকচূড়ামণি

অনুবাদ

স্বামী বেদান্তানন্দ

উদ্বোধন

রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার

ভূমিকা

অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের প্রকরণ-গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিবেকচূড়ামণি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আচার্য শঙ্করবিরচিত এই গ্রন্থে শ্রুতিসিদ্ধ মূল তত্ত্বসমূহ সুললিত কবিতায় বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। নামরূপাত্মক সংসারের মিথ্যাত্ব, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সত্তার অনস্তিত্ব এবং জীবের সচ্চিদানন্দরূপত্ব প্রতিপাদন ইহার বিষয়। ভাষায় মনোহারিত্ব হেতু এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনের কৌশলে এই প্রকার উচ্চতত্ত্ব সমন্বিত গ্রন্থও প্রথম শিক্ষার্থীর নিকট সুখবোধ্য হইয়াছে। ইহা বেদান্তদর্শনে প্রবেশার্থীর এবং মুমুক্ষু সাধকের সমান প্রিয়।

এই গ্রন্থের কোনো প্রাচীন টীকা পাওয়া যায় না। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং যুক্তির সুগমতার জন্য বোধ হয় ইহার কোনো টীকা রচিত হয় নাই। অথবা রচিত হইয়া থাকিলেও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্বামী কেশবাচার্য ইহার প্রভা-নাম্নী সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃত ব্যাখ্যা রচনা করেন। এই ব্যাখ্যা এবং নারায়ণমুনি রচিত ভাষাভাবার্থদীপিকা নামক হিন্দি ব্যাখ্যাসহ বিবেকচূড়ামণির একটি সংস্করণ কনখলের মুনিমণ্ডল কর্তৃক ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা এখন আর পাওয়া যায় না। শ্রীহরিনামদত্ত বিরচিত 'সুবোধিনী' টীকাসহ বিবেকচূড়ামণির আর এক সংস্করণ বর্তমান শতকের প্রথমে কাশীধাম হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাও এখন ছাপা নাই। শৃঙ্গেরি মঠের অব্যবহিতপূর্ব শঙ্করাচার্য কর্তৃক রচিত বিবেকচূড়ামণির টীকা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের জন্য অন্বয়, শব্দার্থ এবং অনুবাদসহ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আছে। বাংলা ভাষায় বিবেকচূড়ামণির এই প্রকার একটি সংস্করণের অভাব দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী স্বামী ধীরেশানন্দজী আমাকে এই অনুবাদ কার্যে ব্রতী হইতে উৎসাহিত করেন এবং প্রথমোক্ত গ্রন্থ দুইখানি সংগ্রহ করিয়া দেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে আচার্যবরিষ্ঠ শঙ্করের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া নিজ বুদ্ধি-শুদ্ধির জন্য স্বাধ্যায়ের অঙ্গরূপে বর্তমান গ্রন্থ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হই। এই অনুবাদের সহায়ে সাধারণ পাঠকের পক্ষে গ্রন্থের মর্মগ্রহণে সহায়তা হইলে আমি নিজেকে কৃতার্থজ্ঞান করিব।

অনুবাদ কার্যে উল্লিখিত গ্রন্থ দুইটি হইতে প্রভূত সহায়তা পাইয়াছি। উহাদের লেখক ও প্রকাশকগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। স্বামী ধীরেশানন্দ অনুবাদের অধিকাংশ দেখিয়া উহার উৎকর্ষসাধনের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। ইতি—

স্বামী বেদান্তানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন
টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, রাঁচি
মহালয়া, ১৩৭২